দৈনিক
জনকণ্ঠ

8 APR 2003

ইরাক যুদ্ধ ॥ বাংলাদেশে ব্রিটিশ কাউন্সিল বন্ধ শিক্ষার্থীরা বিপাকে

আবদুল মালেক, চট্টগ্রাম অফিস ॥ ইরাক যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে ব্রিটিশ কাউন্সিলের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সেবা কার্যক্রম-অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ব্রিটিশ কাউন্সিলের দফতরগুলোতে যে কোন অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার আশঙ্কায় ইরাক যুদ্ধের অবসান না হওয়া পর্যন্ত এই কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। ফলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর হাজার হাজার শিক্ষার্থী, গবেষক ও সাংস্কৃতিককর্মী মারাত্মক বেকায়দায় পড়েছেন। বিশেষত ভাষা শিক্ষা কোর্সের পরীক্ষার্থীরা রয়েছেন প্রচণ্ড উদ্বেগ উৎকণ্ঠায়।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, বাংলাদেশের ঢাকা ও চট্টগ্রামে রয়েছে ব্রিটিশ কাউন্সিলের দু'টি সর্বক্ষণিক দফতর। এছাড়া সিলেটেও এর কিছু কার্যক্রম রয়েছে। ঢাকা ও চট্টগ্রাম দফতরে রয়েছে কাউন্সিলের সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার, তথ্য ও গবেষণা সেল। এ দু'টি কেন্দ্রের মাধ্যমে পরিচালিত হয় ইন্টারন্যাশনাল ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ টেস্টিং সিস্টেম (আইইএলটিএস) কোর্স। দেশে-

ইরাক যুদ্ধ ॥ বাংলাদেশে

(৮-এর পাতায় পর)

বিদেশে ইংরেজী ভাষা জ্ঞানের চাহিদা ব্যাপক হওয়ায় বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক লোক ব্রিটিশ কাউন্সিলের ঢাকা ও চট্টগ্রাম কেন্দ্রের অধীনে উক্ত কোর্সে ভর্তি হয়েছেন। এঁদের মধ্যে বেশির ভাগই স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী। তাছাড়াও আছেন বিভিন্ন পেশাজীবী, শিক্ষক, সাংবাদিক ও গবেষক। নির্দিষ্ট মেয়াদের এই কোর্সের রয়েছে নির্ধারিত পাঠক্রম ও পরীক্ষা। এছাড়া গবেষকরা ব্যবহার করেন সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার, তথ্য প্রযুক্তি ও ভিডিও কার্যক্রম। নির্ধারিত ফি-তে সংশ্লিষ্টরা শনিবার থেকে বুধবার রাত ৮টা পর্যন্ত কাউন্সিলের শিক্ষা ও সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন। এর মধ্যে বিশেষ করে আইইএলটিএস কোর্স পরীক্ষাটাই প্রধান। এ পরীক্ষা গ্রহণের পর সংশ্লিষ্ট খাতাপত্র পরীক্ষণের জন্য ব্রিটেনে পাঠানো হয়। সেখানে উত্তীর্ণ হলে সংশ্লিষ্টরা অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, ব্রিটেন ও আমেরিকায় শিক্ষা, চাকরি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে যাওয়ার অগ্রাধিকার লাভ করেন। এজন্য এই কোর্সটির চাহিদা বাংলাদেশে ব্যাপক। কিন্তু ইরাকে ইঙ্গ-মার্কিন হামলার প্রেক্ষাপটে ব্রিটিশ কাউন্সিলের দফতর বন্ধ রাখা হয়েছে। এনিয়ে সংশ্লিষ্টরা উদ্বেগের কথা জানিয়েছেন জনকণ্ঠ প্রতিবেদককে। কবে নাগাদ কাউন্সিলের কার্যক্রম ফের শুরু হবে তা জানার জন্য সোমবার কাউন্সিলের চট্টগ্রামস্থ দফতরে টেলিফোনে যোগাযোগ করে কাউকে পাওয়া যায়নি। এ ব্যাপারে কাউন্সিলের শিক্ষা কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের প্রফেসর গোলাম সরওয়ার চৌধুরী জানান, ইরাক যুদ্ধের অবসান না হওয়া পর্যন্ত কাউন্সিলের কার্যক্রম পুনরায় শুরু করা যাবে কিনা সন্দেহ। এ ব্যাপারে একই বিভাগের প্রফেসর কাজী মোস্তাইন বিল্লাহ জানান, সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনে বিকল্প পন্থায় তাঁদের ভাষা শিক্ষা কোর্স সম্পন্ন করতে পারেন। বাংলাদেশে বর্তমানে অনেক প্রতিষ্ঠানে আইইএলটিএস কোর্স চালু হয়েছে।